যায়যায়দিন
তারিখ ... 15 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি ও গণিতে ফেল করেছে

হাবিবুর রহমান

সদ্য প্রকাশিত দেশের সাতটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে। তাদের অধিকাংশই মফস্বল এলাকার। আর এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই ইংরেজি ও গণিতে ফেল করেছে বলে জানা যায়। দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এসএসসিতে প্রতি বছরই শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে ইংরেজি ও গণিতে ফেল করছে। নকলমুক্ত পরিবেশে গত কয়েক বছরে পাসের হার বাড়লেও এ দুই বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক না থাকায় এখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এসএসসিতে উত্তীর্ণ হতে পারছে না। এ বছরও অকৃতকার্য রয়ে গেছে শতকরা ৪২ দশমিক ৬৩ ভাগ শিক্ষার্থী। গ্রামাঞ্চলে গণিত ও ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থায় এসএসসিতে ফেল রোধে অচিরেই গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ফেল করা ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অকৃতকার্য ৩ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীর সিংহভাগই ইংরেজি বা গণিত কিংবা উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। তাদের মধ্যে ইংরেজিতে ফেল করার হার সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীদের অধিক হারে ফেল করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দক্ষ শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে খারাপ করছে। আবার বেশ কিছু স্কুলে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নেই। স্কুলগুলোতে গণিতের শিক্ষক থাকলেও মফস্বল এলাকায় সাধারণ বিষয়ের শিক্ষকরাই ইংরেজি পড়ান।

পৃ২ » ক৪

অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পাশাপাশি মফস্বল এলাকায় আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবও ফেল করার একটি কারণ।

দেশের স্কুল, মাদ্রাসাগুলোয় ইংরেজি ও গণিতে উপযুক্ত শিক্ষক স্বল্পতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে নবম-দশম শ্রেণীতে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি চালু ও গণিতের কারিকুলাম পরিবর্তন করার পর শিক্ষকদের সেই মানে তৈরি না করা। শহর কেন্দ্রিক সরকারি স্কুল ছাড়া মফস্বল এলাকার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আশির দশকে ডিগ্রি স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি তুলে নেয়ার পর থেকে ওই সময়ের পড়ুয়াদের মধ্যে যারা স্কুল শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজিতে দক্ষ নন। এছাড়া ১৯৮৪ সালের আগে বিএসসি উত্তীর্ণদের মধ্যে যারা গণিতের শিক্ষক হয়েছেন, তাদের বর্তমান সিলেবাস সম্পর্কে দখল কম। কারণ পরে বিএসসি গণিতে এমন অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানো হচ্ছে।

সূত্র জানায়, ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি ট্রেনিং প্রকল্প হাতে নিলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এক বছর আগের প্রকল্পটি এখনো প্রক্রিয়াধীন বলে সূত্র জানায়। ফলে উপজেলা পর্যায়ে এসব প্রশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বোর্ডগুলোকে নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। তবে বোর্ডগুলো নিজেদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তা করতে পারেনি বলে জানিয়েছেন বোর্ড চেয়ারম্যানরা।

যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর সাইদুল হাসান গতকাল বৃহস্পতিবার যায়যায়দিনকে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক সঙ্কটের কথা স্বীকার করে বলেন, শহরের চেয়ে মফস্বলের শিক্ষকরা গণিত ও ইংরেজিতে ততোটা দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন নন। তিনি আরো বলেন, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও গণিত ও ইংরেজিতে ততোটা দক্ষ নয়। এছাড়া শিক্ষক সঙ্কট তো আছেই। এ দুই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কলেজের প্রিন্সিপালরা জানান, সরকারি স্কুলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারি পর্যায়ে তা নেই। এছাড়া মফস্বল এলাকায় বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব তো রয়েছেই। এ কারণেই সেখানকার শিক্ষার্থীরা খারাপ করছে।